মেহেরপুরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস উপলক্ষে র্যালি

‘উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করি, করোনাভইরাস মুক্ত জীবন গড়ি’- এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় স্যানিটেশন মাস।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্পের সহযোগিতায় একটি রালি বের হয়।

মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে এ র্যালিটি পৌরসভা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে পৌরসভা চত্বরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পৌর কর্মকর্তাগন। এ সময়ে পৌরসভার সকল কর্মচারী কর্মকর্তাগণ বর্ণাঢ্য র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

শৈলকুপায় চলছে ব্যতিক্রমী নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চলছে ব্যতিক্রমী ফুটবল টর্নামেন্ট। এসব নিয়ে ক্রিড়ামোদী ও দর্শকদের মাঝে শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ।

শৈলকুপার কবিরপুর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শত শত দর্শক মাঠে বসে খেলা উপভোগ করছে। অভিভাবক আর আয়োজকরা বলছে করোনা মহামারির দুর্যোগ কাটিয়ে এ এক নব উদ্যোম, ক্রিড়াঙ্গন সচল থাকলে মাদক, ধর্ষণ আর হানাহানির প্রবণতাও কমবে।

ফ্লাড লাইটের আলোয় প্রথমবারের মতো রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খেলার মাঠে হাজির হতে থাকে দর্শক। কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষগুলোও হাজির রাতে ফুটবল খেলা দেখতে । ঝিনাইদহের শৈলকুপার কবিরপুর স্কুল মাঠটি এখন আলো ঝলমলে। স্ব-স্ব দলের সমর্থনে কোলাহল, হৈচৈ-চেচামেমিতে মুখোরিত মাঠের চতুরপাশ। করোনার ভয়াল থাবা কিছুটা কমলেও করোনা সচেতনতা ভুলে যায়নি দর্শকদের অনেকে । কেউ এসেছে মাস্ক পরে, মানছে সামাজিক দূরত্ব ।

জেলায় প্রথমবারের মতো এই ফ্লাড লাইটে ফুটবলের আয়োজন উল্লেখ করে ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়রা জানান, এমন ফুটবল খেলায় খেলোয়ারদের মনে উৎফুল্লতা থাকবে, আগ্রহ তৈরী হবে ফুটবল খেলায়। টুর্নামেন্টে রেফারীর দায়িত্বে থাকা জনপ্রিয় ফুটবলার সাধান কুমার জানান, জেলার মধ্যে প্রথম ফ্লাড লাইটে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আয়োজকদের অন্যতম আমানত হোসেন জানান, জেলা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে। দীর্ঘদিন পরে এই আয়োজন সুস্থ্য-সবল রাখা, মনের খোরাক যোগানো সহ সকল কে মুগ্ধ করছে বলে জানান কমিশনার শওকত হোসেন।

৮টি দলের অংশগ্রহণে ‘নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট সুপার সেভেন-২০২০’ এ প্রত্যেক দলে ৭জন করে খেলোয়াড় মিনিবারে নক আউট পদ্ধতিতে অংশ নিচ্ছে। ভোরের পাখি ক্লাবের আয়োজনে ১৮ অক্টোবর রাতে প্রথম খেলায় কবিরপুরের নিউস্টার স্পোর্টিং ক্লাব কে টাইব্রেকারে ১-০ গোলে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে ফাজিলপুরের স্টাইলস ফুটবল দল । খেলা চলছে ৭০ মিনিটের। ফাইনালে পুরষ্কার থাকছে ট্রফি, ফ্রিজ, এলইডি টিভি।

বন্ধুত্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সীমান্ত হত্যা বন্ধ

# [redacted]!

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

how the world’s largest democracy should behave.”

---

# [redacted]

[redacted]

কোথায় হবে, রাইডস কোথায় বসানো হবে সেকল কিছুর ম্যাপ আমাদের তৈরি করা হয়েছে। মূলত সেগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে ও জনগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে যাতে আমরা চুড়ান্ত তালিকা তৈরি করে ১ তারিখের মধ্যে তালিকা প্লানিং কমিশনে পাঠাতে পারি সেই প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সাংস্কৃতিক বান্ধব সরকার। ইতিমধ্যে আমরা ১২ হাজার সাংস্কৃতিক কর্মিকে অনুদান দিয়েছি। কোভিড-১৯ এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সারা দেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাংস্কৃতিক অঙ্গন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। সব মিলিয়ে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি আমাদের সংস্কৃতির পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মুজিবনগর স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় অংশ নেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়াল কনফারেন্সে যোগদেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। এমসয় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ,খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড.মুঃ আনোয়ার হোসেন, স্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক আসিফুর রহমান ভুঁইয়া, মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এমএ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন,পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার প্রমুখ। মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে নতুন করে ২ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪

ঘন্টায় ১৪ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১২ জনের। আর পজেটিভ আসে ২ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৩৭৬ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৪৪ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৫১ জন। বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২০ জন । এদের মধ্যে সদরে-৯ জন, মুজিবনগরে-৮ জন এবং গাংনীতে ৩ জন। সুস্থ হয়েছেন= ৫৫৭ জন।এদের মধ্যে সদর-২৯১, গাংনী-২০৫, মুজিবনগর- ৬১ জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলেন- শহরের চক্রপাড়ার ইদ্রিস আলী (৩৫) ও কোর্টপাড়ার আবু বকর (৪৯)।

নিত্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে হরিণাকুণ্ডু’র হাট বাজারে অভিযান

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে আলু ও পেয়াজসহ নিত্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা।

গতকাল উপজেলার পার্বতীপূর ও দখলপুর বাজারে এই ভ্রাম্যমাণ আদালতে ব্যপারী ও খুচরা বিক্রেতাদের নিকট নগদ অর্থ জরিমানা করা হয়।

এসময় তিনি সাত অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা ও নগদ সতেরো শত টাকা জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় থানার পুলিশের সহযোগিতা পাশাপাশি স্থানীয় সাংবাদিক ও বাজার কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব জয়ী

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জনকল্যাণ যুব সমিতি রামনগর এর উদ্যোগে রামনগর ফুটবল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত রামনগর ফুটবল টুর্নামেন্টে ৪র্থ কোয়াটার ফাইনালে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করেছে।

সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব ১-০ গোলে ফারুক লাইব্রেরী এন্ড বল্লভপুর মর্নিং ক্লাবকে পরাজিত করে। নাজিরাকোনা একাদশের ১২ নং পরিহিত জার্সি খেলওয়ার গোলটি করেন।

উক্ত খেলায় মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলাটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মোল্লা।

এ সময় খেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোনাজাত মোল্লাসহ সভাপতি আজিবার রহমান, সাধারণ সম্পাদক কৌশিকুল ইসলাম রুমি যুগ্ন সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক হেলাল উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন খেলাটি পরিচালনা করেন সোহেল, সহকারি হিসেবে ছিলেন জাহাঙ্গীর এবং রাসেল। ধারা ভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামিম শিশির।

দর্শনার ফুলবাড়ী সীমান্ত থেকে দেড় কোটি টাকার সোনার বার

আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা থেকে দুই কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের আটটি সোনার বার আটক করেছে বিজিবি। আটক করা সোনার বারের দাম এক কোটি ৫২ লাখ দুই হাজার ৩৭৫ টাকা বলে জানায় বিজিবি। সোমবার সন্ধ্যায় পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার বেলা ১১টার দিকে ফুলবাড়ী সীমান্তে অভিযান চালানো হয়।

এসময় সীমান্তের ৮৬ নং মেইন পিলার হতে এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাকুলিয়া বিলের মধ্যে প্লাস্টিকের বস্তা হাতে এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় বিজিবির টহলদল। অজ্ঞাত ওই ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলে সে সাথে থাকা ব্যাগটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ব্যাগটি উদ্ধার করে তল্লাশী করলে তার মধ্যে দুই কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের ৮টি সোনার বার পাওয়া যায়।

বিজিবি পরিচালক আরো জানান, আটক করা সোনার বার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে ইজিবাইকে অতিষ্ঠ নগরবাসী

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার গ্রাম্য সড়ক থেকে শুরু করে উপজেলার মধ্যকার সড়ক-মহাসড়ক এখন ইজিবাইকের দখলে।

শিশু ও অদক্ষ চালকরা কোনো নিয়মনীতি না মেনে উপজেলার সড়কে যেখানে সেখানে ইজিবাইক থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করছে। এছাড়াও চালকদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হওয়ার হামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা ও যানজট।

যানবাহনে লাগানো হয় চোখ ঝলসানো এলইডি লাইট। অসংখ্যা ইজিবাইকের কারণে কালীগঞ্জ উপজেলা সদরের মেইন বাসস্ট্যান্ড, মধুগঞ্জ বাজার, নলডাঙ্গা বাজার, কোলা বাজার, নিমতলা বাসস্ট্যান্ড, কোটচাঁদপুর রোড, দুলাল মুন্দিয়া বাজার, বারোবাজার, চাপরাইল বাজার, গাজীর বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিয়ত অসহনীয় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, উপজেলায় চলাচলরত ইজিবাইক চালকরা কোনো নিয়ম শৃঙ্খলার তোয়াক্কা না করে সড়কে ইচ্ছামতো ইজিবাইক ঘুরিয়ে ফেলতে যায়, আবার রাস্তার ভাঙ্গা চোরা অংশ পরিহার করে ভালো অংশ দিয়ে যেতে চায়, ফলে তারা ঘন ঘন রাস্তায় এপাশ ওপাশ করে পথ চলে।

এমন অবস্থায় মোটরসাইকেলসহ দ্রুত গতির পরিবহনের পেছন থেকে আগে উঠতে গেলে ইজিবাইকে ধাক্কা লেগে প্রতিনিয়ত ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। ইজিবাইক চালকদের খামখেয়ালীতে কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় সৃষ্টি যানযট এখন প্রতিদিনের চিত্র। সাধারণ পথচারিদের অভিযোগ, ইজিবাইক চালকরা উপজেলার মধ্য যেখানে সেখানে তাদের বাইক পার্কিং করার কারণে সৃষ্ট যানজটে ২-৩ মিনিটের রাস্তায় কখনও কখনও ১০-১৫ মিনিট সময় লেগে যায়।

প্রাপ্ত তথ্যমতে ২০১৪ সালের দিকে কালীগঞ্জ উপজেলায় অল্প কিছু সংখ্যক ইজিবাইক দেখা গেলেও বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার বেশি ইজিবাইক চলাচল করছে।

সরেজমিন উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, যারা ইজিবাইক চালাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ১২-১৩ বছর বয়সের কিশোরও রয়েছে। এখন প্রতিদিন নতুন নতুন ইজিবাইক সড়কে নামানো হচ্ছে। এসব ইজিবাইক এলাকার যে কোনো সড়কে চালানোর কোনো অনুমতি না থাকলেও যাত্রী নিয়ে মহাসড়কে বেপরোয়া দ্রুত গতিতে যানবাহনের সাথে পাল্লা দিয়ে যাত্রী বহন করছে।

এসব ইজিবাইক চালকদের মধ্যে কেউ মাঠে কৃষক, শ্রমিক অথবা আগে রিকশা, ভ্যান চালাতেন। আবার কেউ কেউ বয়সে কিশোর, এদের শতকরা ৮০ জন চালকই জানেন না কিভাবে রাস্তায় ইজিবাইক চালাতে হয়। তারপরও তারা নিয়মিত সড়ক মহাসড়ক ছাড়াও গ্রামঅঞ্চলের সড়কে ৮/৯ জন করে যাত্রী নিয়ে বেপরোয়া গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন।

এছাড়াও বর্তমানে এসব যানবাহনে চালকরা লাগাচ্ছেন চোখ ঝলসানে এলইডি লাইট। রাত্রে যখন এসব যানবাহন এলইডি লাইট জ্বালিয়ে বেপরোয়া ভাবে দ্রুত গতিতে চলাচল করে তখন বিপরীত দিক থেকে আসা

পথচারী, বাইসাইকেল, মটরসাইকেল চালকরা সামনে কিছুই দেখতে পারে না। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

ইজিবাইক চালক খায়রুল জানান, তিনি ৪-৫ বছর ধরে ইজিবাইক চালাচ্ছেন। এটা চালিয়ে ৫ সদস্যর সংসারে জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে হারে প্রতিদিন নতুন নতুন ইজিবাইক রাস্তায় নামছে তাতে যানযট সৃষ্টি হচ্ছে। তার অভিযোগ নতুন ইজিবাইক চালকরা আইনকানুন মানে না। কে কত টাকার ভাড়া আয় করবে তারা সেই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এর কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, ইতোপূর্বে পৌর কর্তৃপক্ষ ২ বার মাইকিং করেছেন যাতে অপ্রাপ্ত ও বয়স্করা মোটরসাইকেল-ইজিবাইক না চালায় এবং তাদের চালানোর অনুমতি দেয়া হবে না। ইজিবাইক চালাকদের নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। আর আইন অনুসারে মহাসড়ক, বাজার এলাকা, মেইন বাসস্ট্যান্ড, বিভিন্ন শপিং মলের সামনে যাতে অযথা ভীড় না করে তার জন্য ব্যবস্থা নেয়া এবং এলইডি লাইট অপসারনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভাবিকে ‘শিক্ষা’ দিতে আপন ভাতিজিকে হত্যা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর এলাকায় মাঠের পাশে পরিত্যক্ত শৌচাগার থেকে ছয় বছরের মেয়ে শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশুটির নাম সানজিদা খাতুন (৬)। গতকাল রোববার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ছয়টায় শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হয়েছে একজন। প্রাথমিকভাবে হত্যার কথা স্বীকার করেছে সে। পুলিশ বলছে, পারিবারিক কলহে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে ‘শিক্ষা’ দিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।

উপজেলার হরিনারায়ণপুর এলাকার সোহাগ হোসেনের মেয়ে। বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে তাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে পুলিশ রহস্য

উদঘাটনে একটানা কাজ করে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতের ভাষ্যমতে, ঘটনার পরপরই লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান ও আতিকুর রহমান (সদও সার্কেল) ঘটনাস্থলে যান। তারা ঘটনার রহস্য উৎঘাটনের কাজ শুরু করে। একটানা নয় ঘণ্টা কাজ শেষে রাত তিনটায় সময় তারা নিশ্চিত হন শিশুটির আপন ফুপু এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাকে বাড়ি থেকেই আটক করে রাতেই থানায় নেওয়া হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুর রহমান বলেন, রাতেই পরিবারের সব সদস্যদের বাড়িতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের সারাদিনের চাল-চলন বিষয়ে নানা কথা শোনা হয়। কিন্তু কোনোভাবেই কাউকে সন্দেহ করা যাচ্ছিল। পরিবারের সকল সদস্যই স্বাভাবিক আচরণ করছিল। শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়নি এমন তথ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে কীভাবে হত্যা এবং কেন করা হলো সেটা বের করার জন্য কাজ শুরু করা হয়।

রাত বারটার দিকে ওই এলাকার এক মাইক্রোবাস চালক আকতার হোসেন পুলিশকে জানায়, বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পরিত্যক্ত ইউপি ভূমি কার্যালয় থেকে সানজিদার ফুপুকে বের হতে দেখে। এমন কথা শোনার পরই পুলিশ বাড়িতে থাকা সানজিদার ফুপুকে আলাদা একটা কক্ষে নিয়ে নারী পুলিশ কর্মকর্তা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। একপর্যায়ে সে জানায়, শিশুটিকে সেই হত্যা করেছে।

পুলিশ বলছে, শিশুটির মায়ের সাথে তার দাদি ও অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া ফুপুর পারিবারিক কলহ চলছিল। প্রায় দিনই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। শিশুটির বাবার স্থানীয় বাজারে একটি দোকান রয়েছে। শিশুটির মা ও ফুপুর মধ্যে নানা সময়ে গালমন্দ ঝগড়া চলতো। ভাবিকে শিক্ষা দিতেই সানজিদাকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

ঘটনার দিন বিকেলে চানাচুর কিনে খাবার জন্য সানজিদাকে নিয়ে তার ফুপু বাড়ির পাশেই পরিত্যক্ত ভূমি কার্যালয়ে যায়। সেখানে দুজন মিলে চানাচুরও খায়। একপর্যায়ে সানজিদাকে একটা থাপ্পড় দিলে সে পড়ে গিয়ে কান্না করে। এর পরপরই শ্বাসরোধ করে হত্যা করে সুমনা বাড়ি ফিরে আসে।

সানজিদার বাবা সোহাগ হোসেন বলেন, সানজিদা দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন আশপাশে খোঁজা শুরু

করেন।

একপর্যায়ে মেয়ের সন্ধান চেয়ে বিকেলে হরিনারায়ণপুর বাজারে মাইকিং করেন। এরপরও তার হদিস না পাওয়ায় খোঁজ চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা কাচারি মাঠের পাশের পরিত্যক্ত শৌচাগারে একটি শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখে। পরে সানজিদার পরিবারের লোকজন এসে তার লাশ শনাক্ত করেন।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুর রহমান বলেন, থানায় হত্যা মামলা নেওয়া হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।